HSC-2023 মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র-০১ সিলেবাস: ব্যাকরণ ও নির্মিতি	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 103 **Set Code: A** **Full Marks: 50** **Time: 1:30 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) **ব-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।** ৫

অথবা,

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

ব -ফলা উচ্চারণের নিয়ম

১. আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'–ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে ব–ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: স্বাধিকার (শাধিকার্), স্বদেশ (শদেশ্), জ্বালা (জালা), ত্বক (তক্), শ্বাপদ (শাপদ্) ইত্যাদি।

২. শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'–ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ–দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যথা: দ্বিত্ব (দিত্তো), বিশ্ব (বিশ্শো), বিশ্বাস (বিশ্শাশ), বিদ্বান (বিদ্দান), পক্ক (পক্কো) ইত্যাদি।

৩. উৎ (উদ্), উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ্)–এর সঙ্গে 'ব'–ফলার 'ব' বাংলা–উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্), উদ্বেলিত (উদ্‌বেলিতো), উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্নো) ইত্যাদি।

৪. বাংলা শব্দে ক্ থেকে সন্ধির সূত্রে আগত–'গ' এর সঙ্গে 'ব'–ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব'–এর উচ্চারণ প্রায়শ অক্ষত থাকে। যথা: দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্), দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়্), দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়), দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্), ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্) ইত্যাদি।

৫. এছাড়া 'ব'–এর সঙ্গে এবং 'ম'–এর সঙ্গে 'ব'–ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'–এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যথা: ব–এর সঙ্গে: বাব্বা (বাব্‌বা), সব্বাই (শব্‌বাই), শাব্বাশ (শাব্‌বাশ্), তিব্বত (তিব্বত্), নব্বই (নোব্‌বোই) ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) **যে কোন পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লিখ:**

গ্রীষ্ম, রাষ্ট্রপতি, বিজ্ঞান, অশিক্ষিত, মৃন্ময়, ব্যাখ্যা, সংগ্রহ, শুল্ক

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

গ্রীষ্ম → গ্রিশ্‌শোঁ	মৃন্ময় → মৃন্‌ময়
রাষ্ট্রপতি → রাশ্‌ট্রোপোতি	ব্যাখ্যা →ব্যাক্‌খা
বিজ্ঞান → বিগ্‌গ্যাঁন, বিগ্‌গ্যাঁন্	সংগ্রহ → শঙ্‌গ্রোহো/শংগ্রোহো
অশিক্ষিত → অশিক্‌খিতো	শুল্ক → শুল্‌কো

০২। (ক) **সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।** ৫

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

সমাস: 'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। সমাস শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, √সম্ + অস্ + অ। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, পরস্পর অর্থ- সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস।

যেমন- তুষারের মতো ধবল = তুষারধবল

প্রয়োজনীয়তা:

(i) ভাষাভাষীর পাশাপাশি বাংলা শব্দ গঠনে সমাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ii) সমাস বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোকে সংক্ষেপ বা একপদেই মিলিত করে।

(iii) সমাসবদ্ধ শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বক্তব্যের বিষয়কে সংহতি প্রদান করে।

(iv) সমাস বাক্যের অর্থ সাবলীল ও সহজ করে তোলে।

(v) সমাস বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি করে বাক্যে শব্দের জাত্যর্থ সৃষ্টি করে।

(vi) সমাস বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর শ্রুতিমাধুর্য বাড়িয়ে তোলে। যেমন- চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, নদী মাতা যার = নদীমাতৃক, অর্থকে অতিক্রম না করে = যথার্থ ইত্যাদি। এখানে সমাসবদ্ধ শব্দ চৌরাস্তা, নদীমাতৃক, যথার্থ শব্দগুলো বাক্যে সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং নতুন শব্দের অর্থের পরিবর্তন, নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

(vii) সমাস শব্দে বৈচিত্রময় দ্যোতনা এনে ভাষাকে সাবলীল, মাধুর্যপূর্ণ ও শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

অথবা,

(খ) **নিচের উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর এবং বাক্য রচনা কর (যেকোনো পাঁচটি):**

প্র, পরা, অনু, পরি, প্রতি, অভি, উপ, নি।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্র + হার	=	প্রহার (চোরটিকে প্রহার করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।)
পরা + জয়	=	পরাজয় (প্রকৃত বীর পরাজয়ে ভয় পায় না)।
অনু + বাদ	=	অনুবাদ (মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি অনুবাদগ্রন্থও পড়তে হয়)।
পরি + হার	=	পরিহার (বদঅভ্যাস পরিহার কর)।
প্রতি + দিন	=	প্রতিদিন (প্রতিদিন আমার জন্য ফুল দিয়ে যাবে)।
অভি + মান	=	অভিমান (মেয়েটি অভিমান করে চলে গেল)।
উপ + হার	=	উপহার (প্রিয়জনকে বই উপহার দিন)।
নি + খাদ	=	নিখাদ (নিখাদ সোনায় গহনা হয় না)।

০৩। (ক) **যে কোনো ৫টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:** ৫

(i) তার পানিতে সমাধি হয়েছে।
(ii) বঙ্কিমের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।
(iii) তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন।
(iv) তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।
(v) মাদকাশক্তি ভাল নয়।
(vi) এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না।
(vii) মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।
(viii) সকল ছাত্ররা উপস্থিত আছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) তার সলিল সমাধি হয়েছে।
(ii) বঙ্কিমের অসাধারণ/ অসামান্য প্রতিভা ছিল।
(iii) তিনি সস্ত্রীক(স্ত্রীসহ) নিউমার্কেট/ নিউমার্কেটে গিয়েছেন।
(iv) তাকে এখান থেকে যেতে হবে/ তাহাকে এখান হইতে/থেকে যাইতে হইবে।
(v) মাদকাসক্তি ভালো নয়।
(vi) এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেব না।
(vii) মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
(viii) সকল ছাত্র উপস্থিত আছে।/ ছাত্ররা উপস্থিত আছে।

অথবা,

(খ) **অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:–**

ইদানিং কালে যুবসমাজের মধ্যে মাদক সেবন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিন দিন মাদকাসক্তির সংখ্যা বেড়েই চলিতেছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়েছে। সরকার কার্য্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশ সংকটে পড়বে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

ইদানীং/সম্প্রতি/অধুনা/আজকাল যুবসমাজের মধ্যে মাদক সেবন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিন দিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে/চলেছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশ সংকটে পড়বে।

০৪। (ক) **বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** ৫

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে।

যেমন– '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।'

একটি সার্থক বা আদর্শ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি গুণ আবশ্যক:

(i) আকাঙ্ক্ষা (ii) আসত্তি (অর্থাৎ নৈকট্য) (iii) যোগ্যতা।

উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে সার্থক বাক্য গঠিত হবে না এবং বক্তার মনোভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

(i) আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্যে এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন: ১. ঢাকা বাংলাদেশের .....; ২. অর্থই অনর্থের .... এখানে বাক্যটির সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়।

(ii) আসত্তি: বাক্যের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্যে বাক্যাস্থিত পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা বা বলার নামই আসত্তি।
যেমন: ক. শেরেবাংলা মহান নেতা ছিলেন। খ. 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'।
এখানে ক–তে যদি বলা হত— 'মহান ছিলেন শেরেবাংলা নেতা' এবং খ–তে 'মেঘ বরষা গরজে ঘন গগনে' তাহলে, বাক্যটির ভাব সঠিকভাবে প্রকাশিত হতো না।

(iii) যোগ্যতা: বাক্যের অর্থগত ও ভাবগত মিলনের জন্যে ব্যবহৃত পদের সুষম সমন্বয়কে 'যোগ্যতা' বলে। যেমন: ক. সে নিয়মিত কলেজে যায়। খ. পাখিরা আকাশে ওড়ে।
কিন্তু যদি বলা হত— ক. সে নিয়মিত চাঁদে যায়। খ. মাছেরা আকাশে ওড়ে।
তাহলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি অনুযায়ী বাক্যগুলো সঠিক হলেও যুক্তিসঙ্গত অর্থের অভাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় সাধিত হত না। সুতরাং 'যোগ্যতা'র অভাবে বাক্য হিসেবে গণ্য হত না।

অথবা,

(খ) **বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যেকোনো পাঁচটি):**

(i) আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)

(ii) বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল)

(iii) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)

(iv) আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল। (নেতিবাচক)

(v) তাহাকে আমি সব দিতে পারি, কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না। (সরল)

(vi) দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক)

(vii) সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)

(viii) এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। (প্রশ্নবাচক)

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

(i) কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ/দেশটা!
বাহ! কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ। /আমাদের দেশ কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে!

(ii) যখন বৃষ্টির অভাব হবে, তখন ফসল নষ্ট হবে।
যেহেতু বৃষ্টি নেই সেহেতু/তাই ফসল নষ্ট হবে। **অথবা,** যদি বৃষ্টি না হয় তবে ফসল নষ্ট হবে।

(iii) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলে/সকলেই কাজ কর/করো।

(iv) আমার বুকের ভেতরটা হু হু না করিয়া পারিল না।
আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল না এমন নহে।
আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া না উঠিয়া পারিল না।

(v) তাহাকে আমি সব দিতে পারিলেও মুক্তি দিতে পারি না।/আমি তাকে সব দিতে পারলেও মুক্তি দিতে পারি না।

(vi) দশ মিনিট অতিক্রান্ত হলো, তারপর/এবং ট্রেন এলো।
দশ মিনিট পার হলো এবং ট্রেন এলো।

(vii) সে সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট/ সে খুবই অসন্তুষ্ট।

(viii) এবার কি আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো না?

০৫। **ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।** **১০**

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

To: rakibhossain21108@gmail.com
Cc:
Bcc:
Subject: ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল।

স্নেহের রাকিব,

গতকালই বাবার ই-মেইল পেলাম। সেখান থেকে জানতে পারলাম তুমি নাকি ইদানীং ইন্টারনেটে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছো? বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা অকল্পনীয়। কিন্তু এর ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

যেহেতু তুমি একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, সুতরাং, এর সম্পর্কে তোমার সু-স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি একটি বিশাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম যা সারা পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত। বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। ফলে ইন্টারনেট থেকে আমরা যেকোনো তথ্যই অনেক সহজে জানতে পারি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরির আবেদন ফরম জমা দেওয়া, পণ্য কেনাবেচা করা, কোথাও ভ্রমণের জন্য বাস, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট বুক করা, পণ্য কেনাবেচা করা কোনো ফাইল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো। কোনো দ্রব্যের মূল্য বা ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা- প্রভৃতি সকল দরকারি কাজ ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক সহজেই করা যায়। এছাড়াও নানা বিনোদনমূলক কাজ যেমন- গান শোনা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি ইন্টারনেটের সাহায্যে করা যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, প্রভৃতি ব্যবহার করে মানুষের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এখন একটি সাধারণ ব্যাপার।

তবে এতসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকও আছে, যা-সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকাটা জরুরি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হলেও এর প্রতি আসক্তি আমাদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এছাড়া এ মাধ্যমে নানা অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ ক্ষতি সাধন করছে। অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান, পর্নোগ্রাফির ভিডিও আদান-প্রদান বা জুয়াখেলার মতো কাজ করে থাকে- যা অনুচিত। আবার নানা অনলাইন গেমের প্রতি আসক্তি আমাদের কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। তারা একরকম বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বড় হচ্ছে। সাইবার আক্রমণের মতো বিপজ্জনক মাধ্যমের আক্রমণে অনেকেই ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তবে সবথেকে বেশি ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ব্যবহারকারীর সময় ও স্বাস্থ্যের। রাত জেগে ও দীর্ঘক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা অপূরণীয়। আর সময় তো নষ্ট হচ্ছেই।

তোমার প্রতি আমার উপদেশ থাকবে, এখন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় তুমি এ বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। মনে রাখবে, তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করছো ইন্টারনেট যেন তোমাকে ব্যবহার করতে না পারে। আজ আর নয়, মা-বাবাকে আমার সালাম দিও।

ইতি
তোমার ভাইয়া,
সাকিব।

অথবা,
(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র লিখ।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

১৯ জুন, ২০২৩
বরাবর,
মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
বিষয়: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, গত ০১ জুন, ২০২৩ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে মহোদয়ের সুবিবেচনার জন্য আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিচে পেশ করলাম:

১. নাম : 'ক'
২. পিতার নাম : 'খ'
৩. মাতার নাম : 'গ'
৪. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ', উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'
৫. বর্তমান ঠিকানা : ঐ
৬. জন্ম তারিখ : ২০ জুন ১৯৯৬
৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম
৯. বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	শাখা	জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ	পাসের বছর	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০১১	কুমিল্লা বোর্ড
এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০১৩	কুমিল্লা বোর্ড
বি.এস.সি (সম্মান)	রসায়ন	প্রথম শ্রেণি	২০১৮	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এস.সি	রসায়ন	প্রথম শ্রেণি	২০১৯	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১১. অভিজ্ঞতা: একটি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে এক বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা।

অনুগ্রহপূর্বক উপর্যুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে নিষ্ঠা, সততা ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো।
বিনীত নিবেদক,
'ক'
সংযুক্তি:
১. পরীক্ষার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (৪টি)।
২. তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩. প্রশংসাপত্র ও চারিত্রিক প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. ব্যাংক ড্রাফট।

ডাকটিকিট

প্রেরক,
'ক'
গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ'
উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'

প্রাপক,
মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর,
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

৬। **যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ:** ২০
(ক) স্বপ্নের পদ্মা সেতু
(খ) বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন
(গ) নারীশিক্ষা
(ঘ) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার
(ঙ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

* ভূমিকা

*পদ্মা সেতুর বর্ণনাঃ

১. মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতু অবস্থিত।

২. পদ্মা সেতুর স্প্যান ৪১ টি এবং পিলার ৪২ টি।

৩. রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল পদ্মা সেতু।

৩. সেতুটি ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয়।

* ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব:

*পদ্মাসেতু নির্মাণের ইতিহাস:

১. মূল সেতুর জন্য চীনের মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে নিযুক্ত করা হয়।

২. ব্রিজ ডিজাইনের চুক্তির দায়িত্ব নিউজিল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান মৌনসেল একক কে দেওয়া হয়।

*পদ্মা সেতু নির্মাণে সমস্যা:

*পদ্মা সেতু নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয়:

১. মোট ব্যয় হয়েছে ৩০,১৯৩ কোটি টাকা।

*পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

১. মোট জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ১.২৩%।

২. দারিদ্র্য হ্রাস পাবে ১.৯% ।

*শিল্পক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব:

১. প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

*কৃষিক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব:

১. নদীভাঙন ও বন্যার হাত থেকে ৯ হাজার হেক্টর জমি রক্ষা পাবে।

*পদ্মা সেতু বন্দর এবং ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়েকে সংযুক্তকরণ করবে।

*দারিদ্র্য বিমোচনে পদ্মা সেতুর প্রভাব

*পরিবেশের ভারসাম্যে পদ্মা সেতুর ভূমিকা

*উপসংহার

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন

* ভূমিকা

*আধুনিক বিজ্ঞান

*বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার

* বিজ্ঞানীর আত্মত্যাগ মানবজীবনে বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অবদান

*দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানঃ

*নাগরিক সভ্যতায় বিজ্ঞানঃ

* পরিবহন ও যোগাযোগে বিজ্ঞানঃ

* চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞানঃ

১.রোগ নির্ণয়ের জন্য এক্সরে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাফি, ইটিটি, এন্ডোস্কপি যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে।

২.কৃত্রিম হাত-পায়ের ব্যবস্থা এমনকি নিঃসন্তান দম্পতির জন্য টেস্টটিউব বেবির ব্যবস্থাও করেছে আধুনিক বিজ্ঞান ।

*শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ

* জনসংখ্যা সমাধানে বিজ্ঞানঃ

* মহাশূন্যের রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞানঃ

* শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে বিজ্ঞানঃ

১. মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞানী-গুণীর কথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

* কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানঃ

১. দীর্ঘ সময় ও অনেক পরিশ্রম করে সনাতন পদ্ধতিতে লাঙল-জোয়াল-গোরু/গরু দিয়ে হালচাষের পরিবর্তে দ্রুত চাষ করার জন্য বিজ্ঞান ট্রাক্টর আবিষ্কার করেছে।

২. ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ধ্বংসের জন্য কীটনাশক আবিষ্কার বিজ্ঞানের অবদান।

*** আবহাওয়ায় বিজ্ঞানঃ**
১. বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রেরণ করেছেন কৃত্রিম উপগ্রহ। এর ফলে আবহাওয়ার খবরাখবর মুহূর্তের মাধ্যমেই বলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।
*** আধুনিক বিজ্ঞানের অভিশাপঃ**
*** উপসংহারঃ**

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

নারীশিক্ষা

ভূমিকাঃ
উদ্ধৃতিঃ
কোনকালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী/তরবারি
শক্তি দিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে বিজয়া লক্ষ্মী নারী
(যেকোনো একটা উদ্ধৃতি)
এদেশে নারীর বর্তমান অবস্থাঃ
আমাদের সমাজব্যবস্থায় নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব সমান গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে না।
উন্নত দেশে নারীঃ
আমেরিকা, ব্রিটেন,জাপান,জার্মানি,কানাডা প্রভৃতি দেশের নারীরা সকল ক্ষেত্রে পারদর্শী/শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীতে সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই।
নারী শিক্ষার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাঃ
শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রভাবঃ
মায়ের কাছ থেকে সন্তানেরা আচার,আচরণ,আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রেঃ
আজ নারীরা শিক্ষিতা হওয়ার কারণে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিকা, পুলিশ অফিসার, বিমান চালক
ইত্যাদি হচ্ছে।
গৃহস্থালির কাজে নারীঃ
শিক্ষিতা নারী পুত্র-কন্যাদের, অসুখে-বিসুখে যেভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সেবা-শুশ্রূষা ও সংসারের প্রাত্যহিক
আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে পারে অশিক্ষিতা নারীরা সেভাবে পারে না।
দেশ গঠনে নারীঃ
ভাষা আন্দোলন থেকে এ পর্যন্ত যতটি আন্দোলন হয়েছে তাতে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
নারী শিক্ষার অন্তরায়ঃ
নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হলো কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি।
নারী শিক্ষার একটি বিশেষ বাধা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব।
নারী শিক্ষা বিস্তারের উপায়ঃ
→প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান।
→সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার।
→বয়স্ক নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
→সরকারের উপবৃত্তি কার্যকর করার লক্ষ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
→সামাজিক সচেতনতা।
নারী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপঃ
→উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা।
→বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ফিমেইল এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
উপসংহারঃ

Academic & Admission pathshala We Rise By Lifting Others

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা :

'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য
করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার
দৃঢ় অঙ্গীকার '

_____সুকান্ত ভট্টাচার্য

পরিবেশ দূষণ কীঃ

কোনো কারণে পরিবেশ যখন তার স্বাভাবিকতা হারায় বা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা বিনষ্ট হয় । সেই পরিবেশ জীব জগতের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে । এ অস্বাভাবিক বা অসুস্থ পরিবেশই হলো দূষিত পরিবেশ ।

পরিবেশ দূষণ কী সমস্যা :

মানুষ তার জীবনকে স্বস্তিদায়ক ও সহজলভ্য করা জন্য নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহার পরিবেশের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করতে শুরু করলো । Peter Wilistan এর মতে ,

* Environment pollution is a great threat to existence of living being on earth ''.

*** পরিবেশ দূষণের কারণ :**

(i) মনুষ্য সৃষ্ট কারণ
(ii) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
(iii) বিভিন্ন যন্ত্র ও যানবাহনের বিরূপ ব্যবহার
(iv) নির্বিচারে বন উজার
(v) ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার
(vi) যুদ্ধ বিগ্রহ
(vii) গ্রিন হাউজ ইফেক্ট (Green house effect)

***শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ ও প্রতিক্রিয়া**

কারণ :

*যানবাহনের হর্ণ
*বাজি পটকার আকস্মিক শব্দ

প্রতিক্রিয়া :

(i) শ্রবণযন্ত্রের সমম্যা
(ii) হৃদপিন্ডের নানা রোগ
(iii)স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা

*** বাংলাদেশের শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ :**

*মৃত্তিকা জনিত দূষণ :
*ফসলের ক্ষেতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার
*প্লাষ্টিক ও পলিথিন জাতীয় দ্রব্য মাটিতে পচঁতে সময় লাগে প্রায় 300-400 বছর ।

বায়ুদূষণ ও বায়ু দূষণের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া

*বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন হাল্কা বস্তু বায়ুদূষণ ঘটায় । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তাপ , পরিত্যক্ত আবর্জনা ইত্যাদিতে নানা ধরনের অক্সাইড থাকে যা বাতাসের সাথে মিশে সালফার ও নাইট্রোজেনের অম্ল বা এসিড তৈরি করে । ঊর্ধ্ব আকাশে বাতাসের সাথে এদের মিশ্রণ ঘটে এবং পরে তা এসিডরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাকে এসিড বৃষ্টি বলে । এতে জনজীবনের অনেক ক্ষতি হয় । প্রতিবছর প্রায় 22 লাখ মানুষ শ্বাসকষ্টে মারা যায় ।

***বাংলাদেশের বায়ু দূষণের বিভিন্ন কারণ :**

***পানি দূষণ ও পানি দূষণের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া :**

*পানি দূষণের ভয়াবহতা ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী মানুষদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে
*পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ত্রুটিও পানি দূষণের অন্যতম কারণ ।
*নানা ধরনের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে ।
*WHO এর মতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 5 বছরের অনূর্ধ্ব যতশিশুর মৃত্যু হয় তার 70 ভাগ হয় পানি দূষণের কারণে ।

***তেজস্ক্রিয়তা জনিত দুষণ :**

*বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং শক্তি উন্মত্ততা ।
*পারমাণবিক যুদ্ধ ও পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে তেজস্ক্রিয় দূষণের বিপদ সবচেয়ে বেশি ।
***প্রতিকার ও বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ :**
*পরিবেশ রক্ষায় বনায়ন ।
*গনসচেতনতা বৃদ্ধি
*মিডিয়ায় বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা
*সরকারের কঠোর আইন প্রয়োগ
***পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ :**
*জাতিসংঘ কর্তৃক মানব পরিবেশ সম্মেলন 1972
*বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক সংস্থার ভূমিকা
***পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় :**
*ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পদক্ষেপ
*অব্যবহৃত সমুদয় জমিতে বৃক্ষরোপন করা
<u>উপসংহারঃ</u>

<u>৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ঙ)</u>
<u>বাংলাদেশের পোশাক শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা</u>

<u>ভূমিকা:</u>
<u>পোশাক শিল্পের অতিত অবস্থা :</u>

- স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭৬ সালে দর্জিদের সংগঠিত করে গার্মেন্টস শিল্পের পদচারণ শুরু হয়।
- ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে মাত্র তিনটি গার্মেন্টেসের তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।
- ১৯৭৭- ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে ৪৭টি গার্মেন্টেস শিল্প গড়ে উঠে।
- ১৯৮৭ সাল নাগাদ দেশে ৬২৯টি এবং ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২২৬৮টি গার্মেন্টেস শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯৯ সাল নাগাদ পেশাক শিল্পের সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে যায়।

<u>পেশাক শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব:</u>

- অর্থনৈতিক উন্নয়নও রপ্তানি বৃদ্ধি: মোট রপ্তানি আয়ের মধ্যে ৮৪ শতাংশ অবদান রাখে পোশাক শিল্প, জাতীয় আয়ের ৬৪% আসে এই খাত থেকে।
- বেকার সমস্যা সমাধান।
- দ্রুত শিল্পায়ন।
- পরিবহণ ও বন্দর ব্যবহার।
- প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

<u>পোশাক শিল্পের বিকাশের কারণ:</u>

- শ্রমের সহজলভ্যতা।
- বিনিয়োগ ও উৎপাদনে স্বল্প ব্যবধান।
- সরকারের উদারনীতি ও ঋণপ্রাপ্যতা

<u>পোশাক শিল্পের বাজার:</u>

- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মোট রপ্তানির প্রায় ৫৬ শতাংশ।
- তার পরেই ইউরোপ ও কানাডা। বিশ্বের ১২২ টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি হচ্ছে।

<u>কোটা বিলুপ্তি ও বাংলাদেশের পোশাক শিল্প:</u>

- ২০০৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সাথে চুক্তি কার্যকর হওয়ায় কোটা পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে, ফলে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযেগিতায় নামতে হয় যা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।
- পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। ২০১৯-২০ সালে রপ্তানি করে ২৭.৯৫ বিলিয়ন ডলার, ২০২০-২১ সলে রপ্তানি আয় করে ৩১.৪৬ বিলিয়ন ডলার।

<u>পোশাক শিল্পের বর্তমান সমস্যা:</u>
Backward and Forward Linkage শিল্পের অভাব। সেজন্য পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় সুতা ও সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

- সুতা উৎপাদনে অপর্যাপ্ততা।
- বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্পতা।

- শ্রমিকদের দক্ষতা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব।
- অনুন্নত অবকাঠামো।
- বন্দর ও পরিবহণ সমস্যা।
- শ্রমিক অসন্তোষ।
- পোশাক শিল্পে সংঘটিত দুর্ঘটনা।
- আমদানি কারকদের বিভিন্ন শর্ত।
- ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থাপনা ও মূলধনের অভাব।

পোশাক শিল্পের সমস্যার সমাধানঃ

- Backward and forward Linkage শিল্প স্থাপন, নতুন নতুন স্পিনিং ও উইভিং নিট শিল্প স্থাপন।
- পোশাক শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন।
- উৎপাদিত পোশাকের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।
- উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে। তুলার উৎপাদন বাড়াতে হবে।
- নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।
- শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্দর সমস্যার সমাধান।
- পোশাক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।
- নিজস্ব ফ্যাশন ও ডিজাইনকে উন্নতকরণ করতে হবে।

মজুরি নিয়ে পোশাক শিল্প খাতের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিঃ

- অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। ভারতে পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ হাজার ১৬০ টাকা, সেখানে বাংলাদেশে মজুরি ৮ হাজার টাকা। মজুরি বাড়ানোর জন্য শ্রমিকরা দাবি জানিয়েছে। তাদের দাবি ন্যূনতম মজুরি ২২ হাজার টাকা করার দাবি।

শিল্পের সম্ভাবনা:

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে সরকার উদ্যোক্তা ও ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহারঃ

Academic & Admission
pathshala
We Rise By Lifting Others

HSC-2023 মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র-০১ সিলেবাস: ব্যাকরণ ও নির্মিতি	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 103 **Set Code: B** **Full Marks: 50** **Time: 1:30 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। (ক) **অন্ত্য-অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।** ৫

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশেষণে অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও–কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: কাল (বিশেষণ 'কালো' কিন্তু', বিশেষ্য কাল্), খাট (খাটো কিন্তু বিশেষ্য খাট্) ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়শ অন্তিম 'অ' ও–কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা: কাঁদ–কাঁদ (কাঁদো–কাঁদো), কল–কল (কলো–কলো), পড়–পড় (পড়ো–পড়ো), বড়–বড় (বড়ো–বড়ো) ইত্যাদি।

৩. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ–'অ' রক্ষিত এবং 'ও'–কারান্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: (১১) এগারো (অ্যাগারো), (১২) বারো (বারো), (১৩) তেরো (ত্যারো), (১৪) (চোদ্দো (চোদ্‌দো) ইত্যাদি।

৪. 'আন' (আনো)–প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' 'ও'–কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা: করান (করানো), বলান (বলানো), শেখান (শেখানো), লেখান (লেখানো), পাঠান (পাঠানো), খেলান (খ্যালানো,)চালান (চালানো), সরান (শরানো), ভরান (ভরানো) ইত্যাদি।

৫. 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও–কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন: হত (হতো), মত (মতো), গত (গতো), নত (নতো), রত (রতো) ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) **যে কোন পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লিখ:**
অসীম, শরণাপন্ন, প্রেরণা, অরণ্য, ইতঃপূর্বে, জয়ধ্বনি, পদ্য, ব্যাখ্যা

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

অসীম → ওশিম্/অশিম্	ইতঃপূর্বে → ইতোপ্‌পুর্‌বে
শরণাপন্ন → শরোনাপন্নো	জয়ধ্বনি → জয়োদ্‌ধোনি
প্রেরণা → প্রেরোনা	পদ্য → পোদ্‌দো
অরণ্য → অরোন্‌নো	ব্যাখ্যা → ব্যাক্‌খা

০২। (ক) "উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে"– আলোচনা কর। ৫

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

উপসর্গ নতুন শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে। উপসর্গ মূলত কতগুলো যোজকসূচক শব্দাংশ।

বাংলা ভাষায় প্র, পরা, পরি, নির ইত্যাদি উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু এগুলো নতুন শব্দ সৃষ্টি করে শব্দের বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন– 'উপ' একটি উপসর্গ, 'হার' একটি মৌলিক শব্দ যার অর্থ অলঙ্কার বিশেষ। 'হার' শব্দের পূর্বে 'উপ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'উপহার' শব্দটি গঠিত হয়। যা নতুন অর্থ প্রকাশ করে। এভাবে মৌলিক শব্দের পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ ব্যবহৃত হয়ে একাধিক নতুন অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন–

আ + হার = আহার

বি + হার = বিহার

প্র + হার = প্রহার

এখানে প্রত্যেকটি উদাহরণেই মূল অর্থ ও নতুন অর্থের সাথে পার্থক্য বিদ্যমান।

তাই বলা যায়, উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু অন্য শব্দের অর্থকে বদলে দিতে পারে। অর্থাৎ উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

অথবা,

(খ) **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ:(যে কোনো পাঁচটি)**

আদ্যন্ত, পকেটমার, হিতাহিত, সপ্তর্ষি, প্রভাত, ধর্মঘট, যথাবিধি, অনশন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আদ্যন্ত	আদি থেকে অন্ত	অব্যয়ীভাব/পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব সমাস
সপ্তর্ষি	সপ্ত/সাত ঋষির সমাহার	দ্বিগু সমাস/দ্বিগু কর্মধারয় সমাস
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) ভাত	প্রাদি তৎপুরুষ সমাস
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস
অনশন	নয় অশন	নঞ্ তৎপুরুষ সমাস

০৩। (ক)**যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লিখ:** ৫

(i)নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।

(ii)ইহার আবশ্যক নাই।

(iii)এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।

(iv) শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে।

(v)গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ।

(vi)তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।

(vii)শয়তানটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।

(viii)আজ তার কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড়/বড়ো উৎপাত করছে।
নতুন নতুন ছেলে কলেজে বড়/বড়ো উৎপাত করছে।

(ii) ইহার আবশ্যকতা নাই।
ইহা আবশ্যক নয়।

(iii)এখানে গরুর/গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

(iv) শুধু সেই পারবে এ কাজটি করতে।

(v)গীতাঞ্জলি একটি কাব্যগ্রন্থ।

(vi) তারা শ্মশানে শবদাহ করছে/তারা শ্মশানে মড়া পোড়াচ্ছে।

(vii)শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র/গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দাও।

(viii) আজ তার কনিষ্ঠা/সর্বকনিষ্ঠ/ছোটো কন্যার/মেয়ের বিয়ে।

অথবা,

(খ) **অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:–**

এবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বললেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করলে কি করে? মুহুর্ত, মনীষি, দ্বন্দ, বেবধান, নুপুর, বানিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাপ করা হবে না।'

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

এবার স্যার আমাদের উপর **রেগে গেছেন/গিয়েছেন**। সেদিন বললেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করলে **কী** করে? **মুহূর্ত, মনীষী, দ্বন্দ্ব, ব্যবধান, নূপুর, বাণিজ্য** ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ, এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের **মাফ** করা হবে না।'

০৪। (ক) অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক; (ii) জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক; (iii) অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক; (iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক; (v) কার্যকারণাত্মক বা অপেক্ষাসূচক; (vi) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক; (vii) আবেগসূচক বা উচ্ছ্বাসাত্মক।

(i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক: এ শ্রেণির বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বিবৃতি বা বর্ণনা নির্দেশিত হয়। নির্দেশাত্মক বাক্য আবার দ্বিবিধ। যেমন-

অস্তিবাচক (হ্যাঁ–বোধক): কোনো ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ নির্দেশ করতে অস্তিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'সুবর্ণ একজন মেধাবী ছাত্র।', 'তসলিমা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।'

নেতিবাচক (না-বোধক): কোনো কিছু অস্বীকার করতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।', 'ওখানে বসার জায়গা নেই।'

(ii) **জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক:** এ শ্রেণির বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায়। যেমন- 'ট্রেন কি ছেড়েছে?', 'তুমি কি পাগল হয়েছ?'

(iii) **অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক:** এ শ্রেণির বাক্যে আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন- 'আপনি অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন।', 'কখনও মিথ্যা বলো না।'

(iv) **ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক:** এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার কোনো কিছুর জন্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা বোঝায়। শুভ-অশুভ ইচ্ছা বোঝাতেও এ শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়। যেমন- 'সবার মঙ্গল হোক', 'যদি প্রথম হতে পারতাম!'

(v) **কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ:** এ শ্রেণির বাক্যে একটি ঘটনার ওপর আর একটি ঘটনার নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন- 'বৃষ্টি না হলে ফসল পুড়ে যাবে।', 'আপনি না এলে ভালো লাগবে না।'

(vi) **সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক:** এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায়। যেমন- 'আমার মনে হয় না, সে আসবে।' 'আছে কোথাও এইখানে।', 'আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।'

(vii) **আবেগসূচক বা উচ্ছ্বাসাত্মক:** এ শ্রেণির বাক্যে আনন্দ, শোক, উৎসাহ, ঘৃণা, বিস্ময়, কাতরতা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যেমন- 'বাহ, কী সুন্দর পাহাড়!', 'হায়! কী সর্বনাশ ঘটল।', 'ছিঃ! তুমি এ কাজ করতে পারলে।'

অথবা,

(খ)**বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে ৫টি বাক্যের বাক্যান্তর কর:**

(i)শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)

(ii)দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)

(iii)অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)

(iv)দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক)

(v)যেসব পশু মাংস খায়, তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল)

(vi)শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। (জটিল)

(vii)ভুল সবার হয়। (প্রশ্নবোধক)

(viii)এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

(i) আহ! শীতে দরিদ্র মানুষে কী কষ্ট।/ শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট! /শীতে দরিদ্র মানুষের কতই না কষ্ট!/ উঃ! শীতে দরিদ্র মানুষের কী যে কষ্ট।

(ii) দেশের সেবা করবে/ কর/করো।

(iii) অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।

(iv) দেখি সে বিছানায় অনুপস্থিত/দেখি, সে বিছানায় অনুপস্থিত/ দেখি তার বিছানা শূন্য।

(v) মাংসাশী পশু বলবান/ মাংসাশী পশুরা অত্যন্ত বলবান/মাংসভোজী পশুরা অত্যন্ত বলবান।

(vi) যারা শিক্ষিত লোক, তাঁদের সবাই শ্রদ্ধা করে/করেন।/যিনি শিক্ষিত লোক, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

(vii) ভুল কি সবার হয় না?

(viii) এখানে না এসে পারলাম না/ পারা গেল না।

০৫। জরুরি O^- (ও-নেগেটিভ) রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুদের নিকট একটি ই-মেইল লেখ। ১০

From : rakibhossain21108@gmail.com
To : ripon@gmail.com
Cc : Habib_20@gmail.com
Bcc : .....
Subject : জরুরি O^- (ও-নেগেটিভ) রক্তের প্রয়োজন।

প্রিয় রিপন,

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আমার মনের অবস্থা ভালো নেই। তুমি তো জানো কয়েকদিন ধরে মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। গতদিন মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আমরা দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করি। মায়ের দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। ওনার রক্তের গ্রুপ O^- (ও-নেগেটিভ)। কিন্তু হাসপাতালে এ গ্রুপের কোনো রক্ত পাওয়া যায় নি। এখন মাঝ রাত বলেই হয়তো অন্যান্য হাসপাতাল থেকে এবং ব্লাড ব্যাংকগুলোতেও O^- (ও-নেগেটিভ) রক্ত পাওয়া যায় নি। ইতোমধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিতে যোগাযোগ করে সেখানেও ব্যর্থ হয়েছি। এমতাবস্থায় যাদের রক্তের গ্রুপ O^- (ও-নেগেটিভ) এমন সুস্থ-সবল ডোনার সংগ্রহ করতে হবে। তুমি বিষয়টি যথাসম্ভব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ই-মেইলে বার্তাটি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর এবং রক্তের অনুসন্ধান কর। আমি ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ইতোমধ্যে 'জরুরি O^- রক্তের প্রয়োজন' লিখে যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে একটি বার্তা দিয়েছি। কয়েকজন ব্লাড ডোনার এর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি এবং কথা বলেছি। আশা করি, সকাল পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ বিপদের মুহূর্তে আমি তোমার সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করছি। অতি দ্রুত সংবাদ জানাবে। ভালো থেকো।

ইতি-
রাকিব
গ্রিন রোড, ঢাকা ।

অথবা,

(খ) বগুড়ার মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে একটি আবেদন পত্র লিখ।

১৯ জুন, ২০২৩
মাননীয় অধ্যক্ষ,
'ক' কলেজ,
কুমিল্লা।

বিষয়: শিক্ষাসফরে যাওয়ার জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, অন্যান্য বারের মতো আমরা, দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা, আগামী ২৩ জুন থেকে ২৬ জুন, ২০২৩ সালে বগুড়ার মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যেতে চাই। শিক্ষাসফরের মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতীত প্রামাণ্য নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে এবং আমরা আমাদের পাঠনির্ভর জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিপুষ্ট করার সুযোগ পাব। এই দলে ছাত্র-ছাত্রী থাকবে ৫০ জন। শিক্ষাসফরের ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। আপনার অনুমোদন পেলে বাংলা ও রসায়ন বিভাগের দুজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দলের সঙ্গে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে এবং সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও সানন্দে অনুমতি দেবেন।

এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের আবেদন বিবেচনা করে শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগদানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,
আপনার অনুগত ছাত্র,
'অ'
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে,

'ক' কলেজ, কুমিল্লা।

৬। **যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ:** ২০

(ক)মেট্রোরেলে বাংলাদেশ
(খ)তথ্য প্রযুক্তি ও আজকের বাংলাদেশ
(গ)আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
(ঘ)বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার
(ঙ)পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ: সমস্যা ও সম্ভাবনা

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

মেট্রোরেলে বাংলাদেশ

~ বাংলাদেশের গর্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মেট্রোরেল বাংলাদেশের নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় একটি অনন্য মাইলফলক ~

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ভূমিকা:

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মেট্রোরেল একটি মাইলফলক। একে র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম ও বলা হয়। এটি একটি বিদ্যুৎ চালিত; দ্রুতগামী, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ নগর কেন্দ্রিক রেলব্যবস্থা। আধুনিক নগর পরিকল্পনায় ও যানজট নিরসনে বিপুল সংখ্যক যাত্রী পরিবহনে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম মেট্রোরেল।

এক নজরে মেট্রোরেল:

প্রকল্পের নাম	: Mass Rapid Transit (MRT) Line-6
মন্ত্রণালয়ের অধীন	: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
নির্মাণ ও পরিচালনায়	: ঢাকা মাস ট্রানজিট (কোম্পানী লিমিটেড (DMTCL)
অর্থায়নকারী সংস্থা	: জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এসি (JICA)
মোট দৈর্ঘ্য	: ২১.২৬কি.মি [উত্তরা-কমলাপুর]
একক ব্যয়	: ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি (প্রায়)
নির্মাণকাজ উদ্বোধন	: ২৬ জুন ২০১৬।
যাত্রাশুরু	: ২৮ ডিসেম্বর ২০২২
সর্ব সাধারনের জন্য উন্মুক্ত	: ২৯ ডিসেম্বর ২০২২।
মোট স্টেশন	: ১৭টি।
যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা	: ৬০,০০০/ঘণ্টায়, ৫,০০,০০০ দৈনিক।
মেট্রো ট্রেনের সংখ্যা	: ৬ কোচ বিশিষ্ট ২৪টি।
দায়িত্বে	: কাওয়াসাকি- মিতসুবিসি কনর্সোটিয়াম (জাপান)
ভাড়া	: সর্বনিম্ন ২০, সর্বোচ্চ: ১০০ টাকা।

যানজট নিরসনঃ মেট্রোরেলের কারণে শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলো যেমন: ফার্মগেট, মিরপুর, মতিঝিল এলাকার (লোকজন খুব সহজে এবং দ্রুত একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে পারবে, ফলে এ রাস্তাগুলো যানজটমুক্ত হয়ে যাবে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ, ভূমিকা রাখবে।

নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থাঃ মেট্রোরেল নির্মাণকালে রুট অ্যালাইনমেন্ট বরাবর জননিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধে এবং ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সুবিধার্থে ১১ মিটার সড়ক হার্ড ব্যারিয়ার দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং মেট্রোরেল নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে Communication Based Train Control (CBTC) System অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতে MRT Police Force গঠনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্মার্ট টিকেটিং পদ্ধতিঃ গণপরিবহনগুলোর মত ভাড়া নিয়ে কোন ঝামেলা থাকবেনা মেট্রোরেলে। মেট্রোরেলে স্মার্ট টিকেটিং এর মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করা হবে। ট্রেনে ওঠা এবং নামার সময় পাঞ্চ করলেই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে নেওয়া হবে।

নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা: মেট্রোরেলের প্রতিটি ট্রেনে নারীদের জন্য থাকবে বিশেষ এক বগি। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বগির দরজার পাশে হুইল চেয়ার আটকানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা: বর্তমানে ঢাকায় যেসব যানবাহন চলে সেগুলো থেকে নির্গত গ্যাস, ধোঁয়া মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ করছে। মেট্রোরেল পুরাদমে চালু হলে ছোট ছোট মানবাহনের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে হ্রাস পাবে। জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানির ব্যবহার বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এতে বায়ুদূষণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যাবে।
সময় সাশ্রয়: মেট্রোরেল হাজার হাজার কর্মঘন্টা সাশ্রয় করবে। যে সময় উন্নয়নশীল কাজে ব্যয় করে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখা যাবে।

এ ছাড়াও যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিবে মেট্রোরেল:-
→ সম্পূর্ণ যানজট বিহীন একটি পরিবহন ব্যবহার উদ্ভাবন ঘটবে।
→ যাতায়াতের সুবিধার জন্য মূল ঢাকা বসবাসের উপর চাপ কমবে।
→ এতে শব্দ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীরা একটি শব্দ দূষণ মুক্ত পরিবেশে ভ্রমন করতে পারবে।
→ অন্যান্য পরিবহনের চেয়ে নিরাপদ ও সর্বনিম্ন দুর্ঘটনার যোগাযোগ মাধ্যমে পরিণত হবে মেট্রোরেল।
→ মেট্রোরেল ব্যবহার করার কারণে রাস্তায় যানবাহনের চাপ কমবে, এতে শহর আগের চেয়ে আরোও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।
→ চলার সময় মেট্রোরেলের শব্দ ও কম্পন কমাতে লাইন জুড়ে রাখা হয়েছে বিশ্বের বিরল ও ব্যয়বহুল আধুনিক প্রযুক্তি Noise Barrier Wall.
→ মেট্রো স্টেশন, রুট অ্যালাইনমেন্ট এবং ট্রেনে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা হিসেবে স্বয়ংক্রিয় স্প্রিঙ্কলার ও ওয়াটার হাইড্রান্ট সংযোজনের ব্যবস্থা ও থাকছে।

অর্থনৈতিক প্রভাবঃ

দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। দেশের সম্পূর্ণ GDP তে ঢাকার অবদান ৩৬% । যানজটের কারণে বার্ষিক প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন- ডলার, ক্ষতি হচ্ছে। মেট্রোরেল পুরোদমে চালু হলে যানযট এবং এর ফলশ্রুত প্রভাবে যে, ক্ষতি হচ্ছে তা সাশ্রয় হবে। ARC এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী- ট্রাফিক যানজটের কারণে বার্ষিক ৪.৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে যা দেশীয় GDP এর ১১ শতাংশের সমান। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী মেট্রোরেল, প্রতিবছর ২০০ বিলিয়ন টাকা সেভ করবে, যা GDP এর ১.৫% শতাংশের সমান ট্যাক্স এর ১৭ শতাংশ।

প্রকল্পসমূহঃ

মেট্রোরেলের উওরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত পথটি "MRT- Line- 6" নামে পরিচিত। এটি ঢাকার প্রথম মেট্রোরেল। DMTCL এর আওতায় মেট্রোরেলের মোট দৈর্ঘ্য [MRT-1 থেকে MRT-6 line] পর্যন্ত ১২৯.৯০১ কি.মি এবং স্টেশন ১০৫টি। এ লক্ষ্যে সরকার ২০৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

উপসংহারঃ

মেট্রোরেল নগরবাসীকে খুব কম সময়েই গন্তব্যে পৌঁছে দিবে এবং একই সাথে নগরজীবনে ভিন্নমাত্রা ও গতি যোগ করবে। মানুষের জীবন যাত্রার মান যেমন উন্নয়ন হবে তেমনি ঢাকার মর্যাদাও বেড়ে যাবে। যোগাযোগের নতুন সূচকে ঢাকা এগিয়ে যাবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। মেট্রোরেল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে পৌঁছে দিবে এক অনন্য উচ্চতায়।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

তথ্য প্রযুক্তি ও আজকের বাংলাদেশ

ভূমিকা : "আজকের বিজ্ঞানই হলো পরবর্তী যুগের প্রযুক্তি " এডওয়ার্ড টেলার

তথ্য-প্রযুক্তির ধরণ ও বৈশিষ্ট্যঃ

১. পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছবি, তথ্য-আদান প্রদান এক সময় নিতান্তই কল্পনা হলেও আজ তা বাস্তব রূপ পেয়েছে শুধুমাত্র তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে।
২. বর্তমানে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিভিন্ন দেশের কোম্পানির সাথে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।
৩. ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বের অনেক নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও তথ্য প্রযুক্তিঃ

১৯৭৫ সালের ১৪ জুন শেখ মুজিবুর রহমান রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র চালু করেন।

বাংলাদেশ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারঃ সরকার বিনামূল্যে প্রত্যেক জেলায় কম্পিউটার শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৭-৮ হাজার।

বাংলা সার্চ ইঞ্জিন পিপীলিকা:২০১৪ সালের বাংলা নববর্ষের (১৪২০) রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো পৃথিবীর প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ বাংলা সার্চ ইঞ্জিন "পিপীলিকা" এটি পূর্ণাঙ্গ সার্চ ইঞ্জিন ২০ কোটির বেশি মানুষকে বাংলা তথ্য খোঁজায় সহায়তা করবে।

ইন্টারনেট সেবা:২০১৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বহুল প্রত্যাশিত থ্রিজি সেবা চালু করার লক্ষ্যে দেশের চারটি মোবাইল অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দিয়েছে সরকার।

বাংলাদেশে ২০১৮ সালে জুন মাসে মোবাইল ফোনে ৪জি চালু হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ ফাইভ জি সেবা চালু আছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুক্তিঃ ফ্রিল্যান্সিং, সফটওয়্যার রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

মোবাইল ব্যাংকিং: ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে,দৈনিক লেনদেনের পরীমাণ ৫৫২ কোটি টাকা।

ই-গভার্নেন্স- দেশের ৪,৫৪৭টি ইউনিয়নে পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। পল্লি বিদ্যুদের বিল, জমির পর্চা এসব সেন্টার থেকে পাওয়া যায়।

ইনোভেশন ফান্ড:রাষ্ট্রীয় সেবার মান উন্নয়নে গঠন করা হয়েছে "ইনোভেশন ফান্ড"।।

সরকার দেশব্যাপী ৯,০০০ গ্রামীণ ডাকঘর এবং প্রায় ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে পরিণত করেছে।

সফটওয়্যার শিল্পঃ দেশের ১৬% স্ফটওয়্যার ফার্ম তাদের তৈরি স্ফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের সফটওয়্যার রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

তথ্য প্রযুক্তি ও কর্ম সংস্থানঃ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠছে ২৮টি হাই-টেক পার্ক; যা আমাদের তরুণ উদ্যোক্তা ও প্রকৌশলীদের এগিয়ে চলার পথকে আরও সুগম করে তুলছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও পরিবহন - ঘরে বসেই এখন রেলওয়ে সেবার মাধ্যমে ট্রেনের টিকিট কাটা যায়। উবার ব্যবহার করে সহজেই অনলাইনে গাড়ি ভাড়া করা যায়।

ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলে বাংলাদেশ:দেশের ১০টি জেলার ৩০০টি ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। (এই ১০টি জেলা হলো: কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, বগুড়া, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, পটুয়াখালী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও চাঁদপুর।)

৩য় সাবমেরিন ক্যাবল সি-মি-উই-৫ তে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি: ই-বুক প্রণয়ন, শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করছে।

২০১৩ সালের এক ইমপ্যাক্ট স্টাডির ফলাফলে দেখা যায়, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, সেখানে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার প্রবণতা কমেছে এবং শেখার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তি :২০১৫ সালে স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে কল সেন্টার চালু করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর নম্বর ১৬২৬৩। ২৪ ঘণ্টা এই সেন্টার খোলা থাকে। এখানে ফোন করে বিনা মূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ ও স্বাস্থ্যতথ্য পাওয়া যায়।

কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন সার সুপারিশ সেবা চালু করেছে।

গ্রামীণ ফোনের ২৭৬৭৬ নম্বরের কল করেও কৃষিবিষয়ক সেবা পাওয়া যায়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে পরিচালিত 'কৃষিকল সেন্টার'এ যেকোনো অপারেটর থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে কেউ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সমস্যার সমাধান পেতে পারেন ।

উপসংহার:

We Rise By Lifting Others

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ভূমিকা:

১. বাঙালির রক্তঝরা এ দিনটিকে সারা বিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের আদি কথা:

১. উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন।

বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা:

১. ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স উদ্যানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

ভাষা আন্দোলন:

একুশের স্মৃতি:

১. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায়।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি:

১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি:

১. ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারি'কে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২. ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বব্যাপী প্রথম পালিত হল 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'।

স্বাধিকার চেতনা:

১. ৫২ তে তাঁরা স্বাধিকারের যে চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলো, তারই স্রোতধারায় বাঙালি জাতি ১৯৭১-এ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য হল- সকল মাতৃভাষাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া, যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, দুর্বল বলে কোনো ভাষার ওপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করা, ছোট-বড় সকল ভাষার প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন।

উপসংহার:

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

ভূমিকাঃ

দ্রব্যমূল্যের সাথে জীবনের সম্পর্কঃ

* দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে সমাজের দারিদ্য পীড়িত মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকেনা।

* মানুষকে প্রতিদিনই নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে হয়। আর এরূপ কেনাকাটা যদি আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে দুরবস্থার সীমা থাকে না।

দ্রব্যমূল্যের সাম্প্রতিক উর্ধ্বগতিঃ

দ্রব্যমূল্য এমনভাবে বৃদ্ধি পাছে, যা মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। গত ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের দ্রব্যমূল্যের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রতিটি পণ্যের মূল্য প্রায় দ্বিগুন হারে বেড়েছে।

দ্রবমূল্যের উর্ধ্বগতি কেন বা কারণঃ

১.মুদ্রাস্ফীতি

২.উৎপাদন অপ্রতুলতা

৩.জনসংখ্যা বৃদ্ধি

৪.চোরাকারবার ও চাঁদাবাজি

৫.চাহিদার তুলনায় যোগান কম

৬.কৃষি ভর্তুকির অভাব।

৭.বাজার নিয়ন্ত্রণের অভাব।

৮.রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

৯ মজুতদার ও সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য

১০. খরা, বন্যার প্রভাব

১১.সরকারের উদাসীনতা

১২.কর আরোপ

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে অসুবিধাঃ

* দরিদ্র মানুষজন বাধ্য হয়ে তাদের ব্যয় বরাদ্দ কমাচ্ছে।

*শিশুদের ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের পরিমাণ কমছে

* ছাত্র ছাত্রীদের জীবনেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির অভাব প্রকট হয়ে উঠছে।

* অনেকে এই অর্থ সংকট কাটাতে অবৈধ উপার্জনের দিকে মনোযোগী হচ্ছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিণামঃ

*অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি।

* বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন, ধর্মঘট।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারঃ

১.চাহিদা অনুযায়ী যোগান নিশ্চিত করা ।

২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

Academic & Admission
Pathshala
We Rise By Lifting Others

৩. মজুতদার ও ফটকাবাজদের জন্য আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ।
৪.পণ্যমূল্য নির্ধারণ ও বাজার তদারকির ব্যবস্থা করা!
৫.কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধি করে কৃষকদের উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা।
৬.চাঁদাবাজ ও চোরাকারবারিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান করা
৭.সরকারের একটি নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা।
৮.কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।
৯.পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
১০.সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

উপসংহারঃ

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ঙ)

পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকাঃ
উদ্বৃতি:
'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'....
একটি ধানের শীষের ওপর একটি শিশির বিন্দু।'
পর্যটনের ধারণাঃ
মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিখ্যাত পর্যটকেরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন।
শিল্প হিসেবে পর্যটনঃ
বিশ্বায়নের যুগে পর্যটন শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ
পর্যটন আজকের বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও অতি দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প।
বৈদেশিক আয়ের একটি বিশেষ উৎস পর্যটন শিল্প।
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনঃ
বাংলাদেশের সৌন্দর্য বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের কাছে তুলে ধরে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকারত্ব বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।
বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাঃ
বাংলাদেশে পর্যটন আকর্ষণঃ
(ক) বিনোদনমূলক পর্যটন:কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত,জাফলং ইত্যাদি।
(খ)রোমাঞ্চকর ভ্রমণ বা পরিবেশভিত্তিক পর্যটনঃরাঙামাটির কাপ্তাই লেক, সেইন্টমার্টিন, সিলেটের রাতারগুল ইত্যাদি
(গ)সাংস্কৃতিক পর্যটন: ময়নামতি,পাহাড়পুর,লালবাগ কেল্লা ইত্যাদি।
(ঘ)ধর্মীয় পর্যটন: বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ,ঢাকেশ্বরী মন্দির ইত্যাদি।
(ঙ)নৌ পথে পর্যটন।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্বঃ
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে।
ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে।
বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যাঃ
→অবকাঠামোগত দুর্বলতা অর্থাৎ পরিবহণ/পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত।
→ সঠিক প্রচারণার অভাব।
→সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।
পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয়ঃ
→যাতায়াত ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
→দেশি বিদেশি পর্যটকদের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা।
→সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
→ বিদেশি পর্যটকদের বাড়তি সুবিধা প্রদান।
পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পর্যটন সংস্থার দায়িত্বঃ
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোকে তুলে ধরা।
সরকারি উদ্যোগে পর্যটনের সম্পৃক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
পর্যটন স্থানগুলোতে যাতায়াত ও আবাসন ব্যয় যেন নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে তা তদারকি করা।
উপসংহারঃ

Academic & Admission
Pathshala
We Rise By Lifting Others

HSC-2023 মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র-০১ সিলেবাস: ব্যাকরণ ও নির্মিতি	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 103 **Set Code: C** **Full Marks: 50** **Time: 1:30 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) উদাহরণসহ 'ম' ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। ৫

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

উদাহরণসহ 'ম' ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

নিচে 'ম'-ফলা (ম) উচ্চারণের ৫টি নিয়ম তুলে ধরা হলো:

(i) পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না। যেমন -স্মরণ (শঁরোন্), শ্মশান (শঁশান), স্মারক (শারোক্) ইত্যাদি।

(ii) পদের মধ্যে বা শেষে ম -ফলা যুক্ত হলে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যেমন -ছদ্ম (ছদ্দোঁ), পদ্ম (পদ্দোঁ), রশ্মি (রোশ্শিঁ) ইত্যাদি।

(iii)বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা শেষে সর্বত্র ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন-বাগ্মী (বাগ্মি), যুগ্ম (জুগ্মো), বাঙ্ময় (বাঙ্ময়) ইত্যাদি।

(iv)যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন-সূক্ষ্ম (শুকখোঁ), লক্ষ্মী (লোক্খি) ইত্যাদি।

(v)ম-ফলা যুক্ত কতিপয় সংস্কৃত, শব্দ রয়েছে, যার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন-কুষ্মাণ্ড (কুশ্মান্ডো), স্মিত (স্মিত্তো) সুস্মিতা, (শুস্মিতা) ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) **নিচের যে কোন পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ:**

অধ্যক্ষ, প্রত্যঙ্গ, সর্বত্র, ধ্বনি, উপগ্রহ, ষান্মাষিক, পদ্ম, ব্রাহ্মণ

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

নিচের যে কোন পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ:

শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো
প্রত্যঙ্গ	প্রোত্তংগো
সর্বত্র	শর্বোত্রো
ধ্বনি	ধোনি
উপগ্রহ	উপোগ্রোহো
ষাণ্মাসিক	শান্মাশিক্
পদ্ম	পদ্দোঁ
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্mhon্ / ব্রাম্হোন্

০২। (ক) **ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):** ৫

উত্তরোত্তর, ত্রিলোক, বজ্রকঠোর, স্বাক্ষর, চোখাচোখি, আরক্তিম, ইন্দ্রজিৎ, মাথাপিছু।

২ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উত্তরোত্তর	উত্তর ও উত্তর	দ্বন্দ্ব সমাস
ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	দ্বিগু সমাস
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয় সমাস
স্বাক্ষর	স্ব (নিজ) এর অক্ষর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
চোখাচোখি	চোখে চোখে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব সমাস
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মাথাপিছু	প্রতি মাথা	নিত্য সমাস

অথবা,

(খ) **নিচের উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর এবং বাক্য রচনা কর (যেকোনো পাঁচটি)**

পরি, অতি, সু, উৎ, অ, অব, নিঃ, প্রতি

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

পরি	=	পরিণয় (তাদের পরিণয় শেষ পর্যন্ত ঘটেনি)।
অতি	=	অতিরিক্ত (অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না)।
সু	=	সুবাস (ফুলের সুবাস ভালো লাগে)।
উৎ	=	উৎসব (ঈদের উৎসবে সকলে মেতে আছে)।
অ	=	অচল (অচল পয়সা সংগ্রহ করা তার শখ।)
অব	=	অবজ্ঞা (প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়)।
নিঃ	=	নিশ্চুপ (মেয়েটি নিশ্চুপ থাকতে পছন্দ করে)।
প্রতি	=	প্রতিফল (ভালো কাজে প্রতিফল সুমিষ্ট)।

০৩। (ক) **যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:** ৫

(i) বউ গরুর শকটে বাপের বাড়ি গেল।

(ii) পারলে চারদিকে প্রদক্ষিণ কর।

(iii) সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে না।

(iv) মার্কিনিরা স্বশিক্ষিত জাতি।

(v) এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।

(vi) আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।

(vii) তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে সবাই মর্মাহত।

(viii) নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:

(i) বউ গরুর শকটে বাপের বাড়ি গেল।	→	(i) বউ গরুর গাড়িতে বাপের বাড়ি গেল।
(ii) পারলে চারদিকে প্রদক্ষিণ কর।	→	(ii) পারলে চারদিকে ঘোরো।
(iii) সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে না।	→	(iii) সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে না।
(iv) মার্কিনিরা স্বশিক্ষিত জাতি।	→	(iv) মার্কিনরা শিক্ষিত জাতি।
(v) এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।	→	(v) এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।
(vi) আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	→	(vi) আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
(vii) তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে সবাই মর্মাহত।	→	(vii) তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে সবাই মর্মাহত।
(viii) নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।	→	(viii) নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:**

ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো আসছে আগামীতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি।

৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর (খ)

অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করা হলঃ

ইদানীং / সম্প্রতি / আজকাল ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষী লোকের/বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ/ ত্রিশ কোটি। এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখিনি। ভাষা-আন্দোলনের সময় / ভাষা-আন্দোলন চলাকালীন বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ/ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উর্দু। হয়তো আগামীতে / ভবিষ্যতে বাংলার প্রতিপক্ষ/ প্রতিদ্বন্দ্বী হবে হিন্দি।

০৪। (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক উদাহরণসহ লেখ। ৫

৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক উদাহরণসহ লেখ

কতগুলো পদ মিলে বক্তার সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে।

উদাহরণ: বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশকে স্বাধীন করার জন্যে ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছেন। উপরের উভয় পদসমষ্টিই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি একেকটি বাক্য।

সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য: একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্চনীয়। এগুলো হলো: (i) আকাঙ্ক্ষা, (ii) আসত্তি, (iii) যোগ্যতা।

(i) আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা ব্যক্ত হয় তাই ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন - ছেলেরা ফুটবল বললে যেমন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, তেমনই শ্রোতার আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। এক্ষেত্রে যদি বলা হয় -'ছেলেরা ফুটবল-খেলছে'। তাহলে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় এবং সেই সঙ্গে এটি একটি সার্থক বাক্য বলেও বিবেচিত হয়।

(ii) আসত্তি: বাক্যের অর্থ প্রকাশ সুসংহত করার জন্যে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন-'মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন।' বাক্যটি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেছে। কিন্তু স্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা দেশ করেছেন' বললে পদবিন্যাসের বিশৃঙ্খলার কারণে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে ব্যর্থ হবে। তাই যথার্থ অর্থবোধের জন্যে পদগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করে বাক্যের আসত্তি রক্ষা করতে হয়।

(iii) যোগ্যতা: বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনকে যোগ্যতা বলে। যেমন-চৈত্রের রোদে বন্যা হয়েছে।' এখানে বাক্যটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে। কারণ চৈত্রের রোদে খরা হতে পারে, বন্যা নয়। তাই চৈত্রের রোদে খরা হয়েছে।' বললে বাক্যটিতে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় সাধিত হবে এবং বাক্যটি একটি সার্থক বাক্য বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনায় একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বাক্যে উপর্যুক্ত তিনটি গুণাবলির যে কোনো একটির অভাব হলে, বাক্যটি হবে অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক।

অথবা,

(খ) **বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যে কোনো পাঁচটি):**

(i) মাতৃভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)

(ii) লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময় সূচক)

(iii) আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। (জটিল বাক্য)

(iv) আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়। (অস্তিবাচক)

(v) তিনি বেড়াতে গেলেন এবং কেনাকাটা করলেন। (সরল বাক্য)

(vi) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। (প্রশ্নবোধক)

(vii) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাবাচক)

(viii) যদিও সে জ্ঞানী তবুও সে বুদ্ধিমান নয়। (যৌগিক বাক্য)

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যে কোনো পাঁচটি):

(i) মাতৃভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)	→	(i) এমন কেউ নেই যে মাতৃভূমিকে ভালোবাসে না।
(ii) লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময় সূচক)	→	(ii) লোকটি কী দরিদ্র!
(iii) আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। (জটিল বাক্য)	→	(iii) আমার যে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা বিচিত্র।
(iv) আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়। (অস্তিবাচক)	→	(iv) আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।
(v) তিনি বেড়াতে গেলেন এবং কেনাকাটা করলেন। (সরল বাক্য)	→	(v) তিনি বেড়াতে গিয়ে কেনাকাটা করলেন।
(vi) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। (প্রশ্নবোধক)	→	(vi) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি তপস্যা নয়?
(vii) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাবাচক)	→	(vii) বিপদে অধীর হয়ো না।
(viii) যদিও সে জ্ঞানী তবুও সে বুদ্ধিমান নয়। (যৌগিক বাক্য)	→	(viii) সে জ্ঞানী কিন্তু বুদ্ধিমান নয়।

৫। (ক) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুকে একটি ই-মেইল (বৈদ্যুতিন চিঠি) লেখ। ১০

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

To: rakibhossain21108@gmail.com
Cc:
Bcc:
Subject: শুচিস্নাত শুভেচ্ছা, বাংলা নববর্ষ ১৪৩০

প্রিয় রাকিব

আজ পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, ১৪৩০। নতুন বছরের শুরুতেই তোমাকে জানাই শুচিস্নাত নববর্ষের শুভেচ্ছা, আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।

নতুন বছরের এই দিনে অতীতের সকল সুখ-দুঃখ ভুলতে গিয়ে তোমার কথা কোনোভাবেই ভুলতে পারলাম না। কিছুটা দুঃখ রয়েই গেল। গত বছর নববর্ষে আমরা দুইজনে মিলে রমনা বটমূলে পান্তা খেয়েছি। তোমাকে নিয়ে সারা দিন কাটিয়েছি বৈশাখী মেলায়। আমাদের ছিল যুগল পথ চলা। অথচ তুমি হুটকরে বিদেশে পাড়ি জমালে। প্রবাসের রঙিন জীবনে আজ তুমি কেমন আছ? দীর্ঘদিন তোমার কোনো সংবাদ জানি না। গত পরশু আমাদের কলেজে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হলো। সেদিন তোমার কথা খুব বেশি করে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস দিনটিতে তুমিও হয়তো আমাকে ভেবেছ। সে যাক, নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ব্যাপক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। নতুন বছরকে বরণ করতে সকাল থেকেই শহর-গ্রাম সর্বত্রই হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর সমাগম ছিল। মেয়েরা লালপেড়ে সাদা শাড়ি, হাতে ছড়ি, খোপায় ফুল, গলায় ফুলের মালা এবং কপালে টিপ পরেছিল; আর ছেলেরা পরেছিল পাজামা ও পাঞ্জাবি। বৈশাখী মেলাগুলোতে চিরাচরিত বাঙালি ঐতিহ্য-সামগ্রীর বিচিত্র সমারোহ ছিল। মেলায় আরও ছিল নাগরদোলা, যাত্রা, পালাগান, কবিগান ও জারিগানের আয়োজন। প্রতিবছরের মতো এবারেও বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল। কলেজ ছাত্রসংসদ এ আয়োজনের ব্যবস্থা করে। অনুষ্ঠানে সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করে। সবাই ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাকে সজ্জিত ছিল। মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল। আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দিনব্যাপী বৈশাখী মেলারও আয়োজন করা হয়। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সকলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল যাত্রা, পালাগান, কবিগান ও জারিগানের আয়োজন। ছাত্রছাত্রী কয়েকটি স্টল দিয়েছিল। এসব স্টলে লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্প ও মৃৎশিল্পসামগ্রী এবং লোকজ খাদ্যদ্রব্য। যেমন-চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা, পিঠা প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ ছিল। সবমিলিয়ে খুবই মজা হয়েছে। বিদেশে তোমার দিনগুলো কেমন কাটছে তা জানাবে।

তোমাকে আবারও প্রাণঢালা অভিনন্দন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাসার সবার প্রতি শ্রেণিভেদে সালাম ও স্নেহ রইল।

ইতি

তোমার বন্ধু

মিথিলা

অথবা,

(খ) তোমার এলাকায় পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

১০ই জুন, ২০২৩

বরাবর

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, খুলনা।

বিষয় : পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য আবেদন।

জনাব

সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, খুলনা জেলার খালিশপুর শহরের তৈয়্যেবাহ কলোনি এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং নিম্ন আয়ের লোকেরা সেখানে বাস করে। এ এলাকায় পানীয় জলের কোনো সুব্যবস্থা নেই। যে কয়টি নলকূপ ছিল, তা দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো থাকলেও সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এলাকায় প্রায়ই অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এলাকায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্তকরণে কয়েকটি নলকূপ বসানোসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

অতএব এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের এলাকায় দরিদ্র মানুষের নিদারুণ কষ্টভোগ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কয়েকটি নলকূপ স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার সমীপে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

তৈয়্যেবাহ কলোনিবাসীর পক্ষে

অথৈ

খালিশপুর, খুলনা।

৬। **যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ:** **২০**

(ক) বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ ;

(খ) স্বদেশপ্রেম ;

(গ) বাংলাদেশের কুটির শিল্প;

(ঘ) চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ;

(ঙ) **মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার।**

(ক) **বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ**

ভূমিকাঃ

ইতিহাসঃ

তেরো শ খ্রিষ্টাব্দে রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের সময় ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে একটা বইতে উল্লেখ পাওয়া যায়। আঠারো শতক থেকে এই খেলা ইংল্যান্ডে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৭৬-৭৭ সালে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটে।

খেলার নিয়মঃ

প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত দুটি দলের মধ্যে ব্যাট ও বলের এই খেলা ডিম্বাকৃতির মাঠ বা গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে সর্বোচ্চ ৫০ ওভারের দুই ইনিংস খেলা হয়। অপর পক্ষে টেস্ট ম্যাচে পালাক্রমে চার ইনিংস খেলার জন্য কমপক্ষে পাঁচদিন বা কমপক্ষে ৩০ ঘণ্টা খেলা নির্ধারণ করা হয়। ক্রিকেট ব্যাটের প্রস্থ সর্বাধিক ৪.৫ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ৩৮ ইঞ্চি। মাটি থেকে স্টাম্পের উচ্চতা ২৭ ইঞ্চি এবং পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ। একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট বলের পরিধি ২৫০ সেন্টিমিটার এবং এর ওজন প্রায় ১৬০ গ্রাম।

বাংলাদেশ ও ক্রিকেট : দুহাজার সালের ২৬ জুন নতুন শতক ও সহস্রাব্দের শুভ সূচনার শুরুতে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ক্রিকেট টেস্ট মর্যাদা লাভ। স্বাধীনতা লাভের অল্প দিনের মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ সালে 'বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' বা বিসিসিবি গঠিত হয়। ১৯৭৭-এর ২৬ জুলাই বাংলাদেশ আইসিসি-এর সদস্যপদ লাভ করে।

আইসিসিতে বাংলাদেশ ১৯৭৯-র প্রথম টুর্নামেন্টে ৪টি খেলায় বাংলাদেশ ২টিতে ফিজি ও মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। ১৯৮২-র ২য় টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ক্রিকেট অনুরাগীদের নজর কাড়তে সমর্থ হয়। ৯টি ম্যাচের ২টি পরিত্যক্তসহ ৪টিতে বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনাল পর্যন্ত ওঠে।
ষষ্ঠ আইসিসিতে ৫ম বিশ্বকাপের তিন দল আরব আমিরাত, কেনিয়া, হল্যান্ডকে অভূতপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য আর অবিশ্বাস্য টিম স্পিরিটে খেলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন পূরণ করে। আজ বাংলাদেশ শুধু বিশ্বকাপেই খেলছে না, ওয়ানডে টেস্ট স্টেটাস পেয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রবেশ করেছে।

ক্রিকেটে বাংলাদেশের টেস্ট মর্যাদা লাভ : ২০০০ সালের ২৬ জুন আইসিসি-এর পরবর্তী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে টেস্ট মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা প্রদত্ত হয়।

বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ : বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ৩৯/৫১ বার, ভারতকে ৪/৭ বার, অস্ট্রেলিয়াকে ১ বার, ইংল্যান্ডকে ৪/৫ বার, শ্রীলঙ্কাকে ৫/৯ বার হারিয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ একদিনের ক্রিকেটে খেলেছে ৩২টি ম্যাচ এবং জয় পেয়েছে ২১টিতে। টেস্টে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবস্থা খুবই করুণ। ২০০১ সালের থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেস্টে মাত্র ৪বার জয় লাভ করেছে মোট ৪৯টি খেলার মধ্যে। ক্রিকেট খেলায় সম্প্রতি চালু হওয়া টি-২০-তেও বাংলাদেশের অবস্থান তেমন সুখকর নয়। ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৪১টি ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে মাত্র ১০টিতে।

বিশ্বকাপ ও বাংলাদেশ : ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় ৩০ মে '৯৯ বাংলাদেশ সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী পাকিস্তানকে ৬২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দেয়। এর পাঁচ বছর পর ঢাকায় নিজেদের শততম একদিনের ম্যাচে বাংলাদেশ জয়ী হয়েছিল ভারতের বিপক্ষে। ২০০৭ এর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করে। ২০১১ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে যখন টেস্ট স্ট্যাটাস নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছিল তখন ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ক্রিকেটের সকল ফর্মেটে অর্থাৎ একদিনের খেলা, টেস্টসহ টি-২০ এর সকল খেলায় চরম পরাজয় বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে বড়ো সমালোচনার জন্ম দেয়। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কোয়ার্টাল ফাইনালে উঠার গৌরব অর্জন করে। এবং পরবর্তীতে ভারতের সাথে ম্যাচে পাকিস্তানি আম্পায়ারের বিতর্কিত আম্পায়ারিং এর কারণে বাংলাদেশ দলের শেষ হয়ে যায় ২০১৫ বিশ্বকাপের পথচলা।

উপসংহার:

(খ) **স্বদেশপ্রেম**

ভূমিকাঃ
দেশপ্রেমের স্বরূপঃ
দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ও দৃষ্টান্তঃ
দেশপ্রেমের উপায়ঃ
দেশপ্রেম ও উগ্রতাঃ
দেশপ্রেম ও রাজনীতিঃ
দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমঃ
দেশপ্রেম ও আমাদের কর্তব্যঃ
দেশপ্রেম ও শিল্পঃ
ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেশপ্রেমঃ
প্রবাস জীবনে দেশপ্রেমঃ
সাহিত্যে দেশপ্রেমঃ
উপসংহারঃ

উদ্ধৃতি: "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।" –রবীন্দ্রনাথ।
"স্বদেশের উপকারে নেই যার মন, কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।"

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

"আমারও দেশেরও মাটির গন্ধে
ভরে আছে সারা মন,
শ্যামল কোমল পরশ ছড়াতে
নেই কিছু প্রয়োজন।"

(গ) **বাংলাদেশের কুটির শিল্প**

ভূমিকাঃ
কুটিরশিল্প কী:
কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্প:
কুটির শিল্পের অতীত অবস্থা:
উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পের নাম:

- তাঁত শিল্প।
- মৃৎ শিল্প।
- বাঁশ ও বেত শিল্প।
- ধাতু শিল্প।
- চামড়া শিল্প।
- অন্যান্য শিল্প: নকশি কাঁথা, ঝিনুক, চুড়ি, পুতুল

কুটির শিল্পের বর্তমান অবস্থা:
কুটির শিল্পের অবনতির কারণ:

- কুটির শিল্পের উৎপাদন খরচ বেশি
- শিল্পের পেশা বদল
- কাঁচামালের স্বল্পতা
- দক্ষ কারিগরের অভাব

পুনরুজ্জীবিত করার উপায়:
উপসংহার:

Academic & Admission
Pathshala
We Rise By Lifting Others

(ঘ) **চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান**

ভূমিকা:
মানব স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা:
সনাতন চিকিৎসা ব্যবস্থা:
আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা:
চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির কয়েকটি দিক:

❑রোগ নির্ণয়ে: X-ray, ECG, MRI, CT- scan, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এন্ডোসকপি।
❑রোগ নিরাময়ে: পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন, রেডিয়ামের মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসা।
❑শল্য চিকিৎসায় অগ্রগতি: সার্জারি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন।
❑টেলিমেডিসিনঃ
❑রোগ প্রতিরোধে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা: খাবার স্যালাইন আবিষ্কার, সায়বা মেথড।
চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গুরুত্ব:
উপসংহার:

(ঙ) **মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার**

ভূমিকাঃ
মাদক দ্রব্য কী:
মদকাসক্তি কী:
মাদকের উৎসভূমি:
বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ও তার ব্যবহার:
মাদকাসক্তির কারণ:

❑সঙ্গদোষ
❑কৌতূহল ও সহজ আনন্দ লাভের বাসনা।
❑মনস্তাত্বিক বিশৃঙ্খলা ও পারিবারিক কলহ।
❑সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়।
❑হতাশা, ব্যর্থতা, বেকারত্ব।
❑মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা।

মাদকাসক্তির কুফল/পরিণতি:
মাদকাসক্তির প্রভাব:
বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া:
মাদকাসক্তির প্রতিকারের উপায়:

❑মানসিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠন।
❑সামাজিক গণসচেতনতা বৃদ্ধি।
❑ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি।
❑বেকারদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন এবং তরুণ সমাজের ভূমিকা:
উপসংহার:

Academic & Admission
Pathshala
We Rise By Lifting Others

HSC-2023 মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র-০১ সিলেবাসঃ ব্যাকরণ ও নির্মিতি	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 103 **Set Code: D** **Full Marks: 50** **Time: 1:30 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) বাংলা 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

বাংলা 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের নিয়মসমূহঃ

(i) শব্দের প্রথমে যদি 'এ' - কার (ব্যঞ্জনে যুক্তও হতে পারে) থাকে এবং তারপর 'ই' (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ(ূ), এ (ে), 'ও' (ো), য়, র, ল, শ এবং হ থাকলে সাধারণত, 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা: একি (একি), দেখি (দেখি),

(ii) শব্দের আদ্য 'এ' কারের পরে যদি ং (অনুস্বার) ঙ কিংবা ঙ্গ থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে তবে সে ক্ষেত্রে 'এ', 'অ্যা- কারে রূপান্তরিত হয়। যথা: বেঙ [ব্যাঙ, কিন্তু ই (ি)-কার সংযুক্ত হলে বেঙি)], খেংরা (খ্যাংরা কিন্তু খেঙ্‌রি)

(iii) এ কারযুক্ত একাক্ষর (monosyllable) ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ' কারের উচ্চারণ 'অ্যা' কার হয়ে থাকে। যথা: খেদা (খ্যাদা), ক্ষেপা (খ্যাপা,)

(iv) মূলে 'ই' কার বা ঋ-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে সেই ই-কার এ-কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও 'অ্যা'- কার হবে না। যথা: কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (< মিল), লেখা (< লিখ্),

(v) একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ' -কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: কে, সে, এ, যে ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ।

অধ্যাপক, রশ্মি, অনুভূতি, মনন, বনস্পতি, ওজস্বী, মর্যাদা, বিজ্ঞ

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শব্দ	উচ্চারণ
অধ্যাপক	ওদ্‌ধাপোক্/ওদ্‌ধাপক্/ ওদ্‌ধাপোক
রশ্মি	রোশ্‌শিঁ/রোশশিঁ
অনুভূতি	ওনুভুতি/ওনুভূতি
মনন	মনোন্
বনস্পতি	বনোশ্‌পোতি
ওজস্বী	ওজোশ্‌শি
মর্যাদা	মোর্‌জাদা
বিজ্ঞ	বিগ্‌গোঁ/বিগগোঁ

০২। (ক) নিচের উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর এবং বাক্য রচনা কর (যে কোনো পাঁচটি):

সম, অজ, উপ, বি, অনু, পরা, নিম, হর ৫

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

সম	= সম্মান	শিক্ষকদের সম্মান করা উচিত।
অজ	= অজপাড়াগাঁ	অজপাড়াগাঁগুলো প্রযুক্তিক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।
উপ	= উপকূল	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষভাবে দুর্যোগপ্রবণ।
বি	= বিবর্ণ	পুরোনো প্রাসাদটি বিবর্ণ হয়ে পড়েছে।
অনু	= অনুসরণ	মহৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে আমাদের জীবন গড়া উচিত।
পরা	= পরাজয়	পরাজয় কারো নিকটই কাম্য নয়।
নিম	= নিমরাজি	শিক্ষাসফরে যাওয়ার জন্য রাহাত নিমরাজি হয়েছে।
হর	= হরহামেশা	মানুষ হরহামেশাই অপরের দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায়।

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে কোনো পাঁচটি) :

স্মরণাতীত, রাজপথ, দর্শনমাত্র, আশীবিষ, সার্থক, সেতার, অনুভব, পরাণপাখি

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
স্মরণাতীত	স্মরণকে অতীত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ/তৎপুরুষ
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ/তৎপুরুষ
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য সমাস
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি/বহুব্রীহি
সার্থক	অর্থের সাথে বর্তমান	সহার্থক বহুব্রীহি/বহুব্রীহি
সেতার	সে/তিন তারের সমাহার সে (তিন) তার আছে যাতে সে (তিন) তার যে যন্ত্রের	দ্বিগু/দ্বিগু কর্মধারয় সমাস বহুব্রীহি সমাস সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস
অনুভব	ভাবের যোগ্য	অব্যয়ীভাব সমাস
পরাণপাখি	পরাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়/কর্মধারয়

০৩। (ক) যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখঃ ৫

(i) আপনি সদা সর্বদা জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।

(ii) সেলিনা হোসেন একজন বিদ্বান লেখিকা।

(iii) যাবতীয় প্রাণিকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।

(iv) দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।

(v) আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।

(vi) হঠাৎ আসিয়া তিনি চলে গেলেন।

(vii) তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।

(viii) তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) আপনি সর্বদা/ সব সময় জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।
(ii) সেলিনা হোসেন একজন বিদুষী লেখিকা/বিদুষী লেখক।
(iii) সব প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা/ যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা/প্রাণিকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।
(iv) দশচক্রে ভগবান ভূত।
(v) (আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য/কৃপণতা অনুচিত) / (আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য/কৃপণতা উচিত নয়।)
(vi) হঠাৎ এসে তিনি চলে গেলেন/ হঠাৎ আসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।
(vii) তার বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার/তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাক্তার/তার সৎ ভাই ডাক্তার।
(viii) তিনি সপরিবারে/পরিবারসহ ঢাকায় থাকেন।

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:

বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হতে হইবে। দূরাবস্থা আকাঙ্খার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শুদ্ধ অনুচ্ছেদঃ

বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হবে। দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়।দীনতা/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

০৪। (ক) অর্থগতভাবে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। ৫

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বিবৃতিমূলক বা নির্দেশসূচক বা নির্দেশাত্মক: এ শ্রেণির বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বিবৃতি বা বর্ণনা নির্দেশিত হয়। নির্দেশাত্মক বাক্য আবার দ্বিবিধ। যেমন-

অস্ত্যর্থক/অস্তিবাচক (হ্যাঁ-বোধক): কোনো কিছুর অস্তিত্ব নির্দেশ করতে অস্ত্যর্থক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন-'সুবর্ণ'একজন মেধাবী ছাত্র।''তসলিমা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে'

নাস্ত্যর্থক/নেতিবাচক(না-বোধক): কোনো কিছু অস্বীকার করতে নাস্ত্যর্থক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন-'মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।' 'ওখানে বসার জায়গা নেই।'

খ. জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক: এ শ্রেণির বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায়। যেমন-'ট্রেন কি ছেড়েছে?' তুমি কি পাগল হয়েছ?'

গ. অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক: এ শ্রেণির বাক্যে আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন-'আপনি অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন।' 'কখনও মিথ্যা বলো না।'

ঘ. ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার কোনো কিছুর জন্যে প্রার্থনা করা বোঝায়। শুভ-অশুভ ইচ্ছা বোঝাতেও এ শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়। যেমন-'সবার মঙ্গল হোক।' 'যদি প্রথম হতে পারতাম!'

ঙ. কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ বা অপেক্ষাসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে একটি ঘটনার ওপর আর একটি ঘটনার নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন-'বৃষ্টি না হলে ফসল পুড়ে যাবে।''আপনি না এলে ভালো লাগবে না।'

চ. সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায়। যেমন-'আমার মনে হয় না, সে আসবে।''আছে কোথাও এইখানে।''আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।'

ছ. আবেগসূচক বা উচ্ছ্বাসাত্মক: এ শ্রেণির বাক্যে আনন্দ, শোক, উৎসাহ, ঘৃণা, বিস্ময়, কাতরতা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যেমন-'বাহ', কী সুন্দর পাহাড়!' 'হায়', কী সর্বনাশ ঘটল!' 'ছিঃ! তুমি এ কাজ করতে পারলে।'

অথবা,

(খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে যে কোনো পাঁচটি বাক্যের বাক্যান্তর কর:

(i) ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)
(ii) যারা দেশশ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)
(iii) সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ। (যৌগিক)
(iv) ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবাচক)
(v) শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)
(vi) শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)
(vii) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)
(viii) রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (জটিল)

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

(i) যারা ছাত্র তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।/যে ছাত্র তার অধ্যয়নই তপস্যা/যিনি ছাত্র তার অধ্যয়নই তপস্যা।
(ii) দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।
(iii) সত্য কথা বলনি, তাই বিপদে পড়েছ।
(iv) ওরা কি আগামীকাল আসবে না?
(v) আহ্, শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট! /আহ! শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট। /শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট! / শীতে দরিদ্র মানুষের কতই না কষ্ট! / উঃ! শীতে দরিদ্র মানুষের কী যে কষ্ট!
(vi) শাহানার স্বাস্থ্য খারাপ নয়/শাহানার স্বাস্থ্য মন্দ নয়/শাহানা স্বাস্থ্যহীন নয়।
(vii) বিপদে অধীর হয়ো না।/ বিপদে অধীর হবে না।/বিপদে ধৈর্য ধর।
(viii) যেটি রচনা তাতে সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

০৫। (ক) বৃক্ষনিধনের ক্ষতিকর প্রভাব জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি (ই-মেইল) লেখ। ১০

৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

To: :habib2007@yahoo.com
CC :
BCC :
Subject : বৃক্ষ না বাঁচলে বাঁচবে না পৃথিবী।

বন্ধু হাবিব,

বৃক্ষ আমাদের বন্ধু। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে বৃক্ষ সবারই বন্ধু। বৃক্ষই পৃথিবীতে আগে এসেছে, পৃথিবীকে বসবাসের যোগ্য করে তুলেছে। মানুষের জীবন রক্ষা তথা প্রাণ রক্ষার অপরিহার্য উপাদান বৃক্ষ। শুধু অক্সিজেন দিয়ে নয়, খাদ্য-আবাস-নির্মাণ-

ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে পরম যত্নে প্রাণীকে বাঁচিয়ে রেখেছে বৃক্ষ। পৃথিবীর রূপ ও সৌন্দর্যের উৎসও বৃক্ষ। কাজেই বৃক্ষের যত্ন ও প্রসার অত্যন্ত জরুরি। অথচ মানুষ করছে তার উল্টো। বৃক্ষ নিধন করে তার ক্ষতিকর প্রভাবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের। গাছপালা কাটার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়বে, অক্সিজেন কমবে । কার্বন ডাই অক্সাইড বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়াবে । পৃথিবীর দুই প্রান্তের মেরু অঞ্চলের বরফ গলবে । বাংলাদেশের মতো নিম্নাঞ্চল পানিতে নিমজ্জিত হবে । সোজা কথায় গাছ না বাঁচলে পৃথিবী বাঁচবে না।বৃক্ষের অভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে দ্রুত, জৈবচক্রে ভাঙন ধরে তার মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃক্ষনিধনের ফলে, বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে। হুমকির মুখে পড়েছে প্রকৃতি ও মানুষ। অথচ মানুষই পরিবেশের এ অবস্থার জন্য দায়ী। কাজেই আর বৃক্ষ কর্তন বা নিধন নয়, বনাঞ্চল ধ্বংস নয়। বরং লক্ষ লক্ষ গাছ লাগিয়ে, বনায়ন করে এবং যত্নের সঙ্গে বন সংরক্ষণ করে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। কাজেই বৃক্ষনিধন আর নয়, এবার কেবল বৃক্ষরোপণ, সবুজ পৃথিবীর নব রূপায়ণ ।

তোমার বন্ধু
আনোয়ার

অথবা,

(খ) তোমার কলেজের ভেতর ক্যান্টিন স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র লেখ।

৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর (খ)

20/07/2023
মাননীয় অধ্যক্ষ
ক কলেজ
ফার্মগেট, ঢাকা

বিষয়: কলেজের ভেতর ক্যান্টিন স্থাপনের আবেদন।

মহাত্মন,
সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার কলেজের নিয়মিত একজন ছাত্র । প্রতিদিন আমরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে কলেজে আসি । নানা কারণে অনেকের পক্ষে প্রতিদিন টিফিন আনা সম্ভব হয় না । কলেজের টিফিন পিরিয়ডের স্বল্পতম সময়ে ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে টিফিন কিনে আনা বা টিফিন করে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়।আবার, বাহিরের দোকানগুলোতে অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হয় যেগুলো খেয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে একটা ক্যান্টিন স্থাপন করা হলে ছাত্রছাত্রীদের এ সমস্যা নিরসন হতে পারে ।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা, শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে, কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ক্যান্টিন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হব।
বিনীত/**বিনীত নিবেদক/নিবেদক/নিবেদিকা**
কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষে
নাহিদ

০৬। **যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ:** **২০**

(ক) বাংলাদেশের ষড়ঋতু
(খ) একুশ শতকে পল্লি উন্নয়ন ও বাংলাদেশ
(গ) বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন
(ঘ) খাদ্য নিরাপত্তা
(ঙ) আমার প্রিয় কবি

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

বাংলাদেশের ষড়ঋতু

❑ ভূমিকাঃ
উদ্ধৃতি: কবি রবীন্দ্রনাথ ঋতু বৈচিত্র্য অভিভূত হয়ে লিখেছেন, "ওমা ফাগুনে তোর আমার বলে ঘ্রানে পাগল করে, মরি হায়, হায়রে/ ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি।"
❑ ঋতুভেদে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ❑ বাংলাদেশের ঋতুভেদ ❑ মৌনী তাপস গ্রীষ্ম ❑ বৃষ্টিমুখর বর্ষা ❑শুভ্র শরৎ ❑ধূসর হেমন্ত ❑ রিক্তশীত ❑ ঋতুরাজ বসন্ত ❑ বাংলাদেশে ঋতু বৈচিত্র্যের বিপর্যয় ❑ ফুল, ফল, পাখির সৌন্দর্য সংশ্লিষ্ট ঋতুর আধারে ❑ ষড়ঋতুর প্রভাবে জীবনযাত্রার পরিবর্তন ❑ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পরিবর্তিত ঋতুর সাথে বাংলাদেশের ষড়ঋতুর তুলনা ❑ উপসংহার

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

একুশ শতকে পল্লি উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

❑ ভূমিকা ❑ পল্লি উন্নয়ন কী ❑ একুশ শতকের পল্লি ❑ পল্লির পশ্চাৎপদতার কারণ ❑ পল্লির উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা ❑ পল্লি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল ❑ পল্লি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ❑ পল্লি উন্নয়নে ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা ও তার প্রতিকার ❑ উপসংহার

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন

❑ ভূমিকা ❑ আধুনিক বিজ্ঞান ❑ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ❑ বিজ্ঞানীর আত্মত্যাগ ❑ মানবজীবনে বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অবদান ❑ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ❑ নাগরিক সভ্যতায় বিজ্ঞান ❑ পরিবহন ও যোগাযোগে বিজ্ঞান ❑ চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান ❑ শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান ❑ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ❑ মহাশূন্যের রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞান ❑ শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে বিজ্ঞান ❑ কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ❑ আবহাওয়ায় বিজ্ঞান ❑ আধুনিক বিজ্ঞানের অভিশাপ ❑ উপসংহার

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

খাদ্য নিরাপত্তা

❑ ভূমিকা ❑ খাদ্য নিরাপত্তা কী ❑ খাদ্য নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধকতা ও তার প্রতিকার ❑ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের করণীয় ❑ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণের করণীয় ❑ উপসংহার

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ঙ)

আমার প্রিয় কবি

❑ ভূমিকা ❑ জন্ম ও বংশ পরিচয় ❑ কৈশোর ও প্রথম যৌবন ❑ শিক্ষাজীবন ❑ সাহিত্যের হাতেখড়ি ❑ জীবন সংগ্রামের চিত্র ❑ সাহিত্যে অবদান ❑ কবির অনুপ্রেরণা ❑ উপাধি ❑ অন্যান্য সাহিত্যিকের চোখে সংশ্লিষ্ট কবি ❑ সম্মাননা ও পুরস্কার ❑ উপসংহার

Academic & Admission
We Rise By Lifting Others